বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন

বাঙালি নারী-জাগরণের অগ্রদূত বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন ইতিহাসে চিরস্মরণীয়। নারীর ক্ষমতায়নে এবং শিক্ষাবিস্তারে তার এই অনন্য অবদানকে স্মরণ করতে শহিদ বীর-উত্তম লে. আনোয়ার গার্লস কলেজ-এর একটি হাউস তার নামে নামকরণ করা হয়। বেগম রোকেয়া ১৮৮০ সালের ৯ ডিসেম্বর রংপুর জেলার মিঠাপুকুর থানার পায়রাবন্দ গ্রামের ক্ষয়িষ্ণু এক জমিদার-পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তাঁর পিতা জহিরউদ্দিন মোহাম্মদ আবু আলী সাবের ও মা রাহাতুন্নেসার ছয় সন্তানের মধ্যে চতুর্থ সন্তান ছিলেন। রোকেয়া যে-সময়ে জন্মগ্রহণ করেন সে-সময়ে বাঙালি মুসলমান-সমাজে নারীশিক্ষার প্রচলন না থাকায় বাঙালি মুসলিম নারীরা শিক্ষাদীক্ষা, চাকুরি ও সামাজিক দিক থেকে অনেক পিছিয়ে ছিলো। রোকেয়ার লেখাপড়ার প্রতি প্রবল আগ্রহ দেখে তার বড় ভাই ইব্রাহিম সাবের ইংরেজি এবং বড় বোন করিমুন্নেসা তাঁকে বাংলা শেখাতেন। ১৮৯৮ সালে বিয়ের পর স্বামী সৈয়দ সাখাওয়াত হোসেনের অনুপ্রেরণায় লেখাপড়া চালিয়ে যান। সামাজিক প্রতিকূলতা সত্ত্বেও ঘরে-ঘরে গিয়ে তিনি বাবা-মাকে বোঝাতেন কন্যাসন্তানকে স্কুলে পাঠানোর জন্য। তিনি ১৯০৯ সালে স্বামীর মৃত্যুর পর তাঁর নামে ভাগলপুরে ‘সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল’ প্রতিষ্ঠা করেন। শুধু তা-ই নয়, নারীহৃদয়ের সূক্ষ্ম অনুভূতির মধ্যে আঘাত করে নারীজাতিকে জাগ্রত করার (বোধশক্তি জাগিয়ে তোলার) চেষ্টা করেন। এজন্য তাঁকে ‘নারীজাগরণের অগ্রদূত’ বলা হয়। তাঁর সাহিত্যিক সৃজনীশক্তি ছিলো চমৎকার। পদ্মরাগ, অবরোধ, মতিচুর, সুলতানার স্বপ্ন ইত্যাদি তাঁর সৃষ্টিশীলতার অন্যতম নিদর্শন। বিংশ শতাব্দীর শুরুতে তিনি বাঙালি নারীদের দুভাবে মুক্তির পথ দেখিয়েছেন : প্রথমত, মেয়েদের জন্য স্কুল স্থাপন করে; দ্বিতীয়ত, নিজের রচনায় নারীমুক্তির দিক-নির্দেশনা দিয়ে। এই মহীয়সী নারীর জীবনাবসান ঘটে ১৯৩২ সালের ৯ ডিসেম্বর। তাঁর স্মরণেই এই হাউসের নামকরণ করা হয়েছে বেগম রোকেয়া হাউস। উল্লেখ্য যে, শিক্ষাদানের পাশাপাশি ছাত্রীদের সুকুমার বৃত্তির সুশৃঙ্খল ও নান্দনিক প্রকাশে শহিদ বীর-উত্তম লে. আনোয়ার গার্লস কলেজের ছাত্রীদের ১৯৯৬ সালে প্রথম ৪টি হাউসে বিভক্ত করা হয় এবং ৪ জন মহীয়সী নারীর নামে ৪টি হাউসের নামকরণ করা হয়।